নৃবিজ্ঞান পত্রিকা, সংখ্যা ১১, পৃ : ১৮১- ১৯২
© ২০০৬ নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

উপনিবেশবাদ এবং মানবতাবাদ*

রবার্ট ইয়াং

"তবে আসুন কমরেডগণ, অবশেষে ইউরোপীয় খেলা শেষ হয়েছে," লিখেন ফ্র্যান্টজ ফ্যানন। "তৃতীয় বিশ্বের নতুন ইতিহাস শুরু-করতে-পারাই হচ্ছে এখনের প্রশ্ন।"[১] কিন্তু কিভাবে নতুন ইতিহাস লেখা যায় যদি ইতিহাস হয় এইমি সেজেয়ার যেমনটি বলেছেন, শুধুই শ্বেতবর্ণ?[২] প্রধান ধারার সাহিত্য এবং সংস্কৃতি সংক্রান্ত-তত্ত্বের সাথে তুলনা করলে মনে হতে পারে উপনিবেশবাদের কাঠামোর ক্রিটিক একটি প্রান্তিক কর্মকান্ড। মনে হতে পারে এটি কেবল সংখ্যালঘুদের ঘিরে আবর্তিত কিংবা তাঁদের ঘিরে যাঁদের ঔপনিবেশিক ইতিহাসে বিশেষজ্ঞের আগ্রহ রয়েছে। কিন্তু যদিও [উপনিবেশবাদের কাঠামোর ক্রিটিক] কেন্দ্রস্থ ইউরোপীয় সংস্কৃতির ভৌগোলিক প্রান্ত -সমূহের প্রতি মনোযোগী, এর দীর্ঘমেয়াদী কৌশল হচ্ছে ইউরোপীয় ভাবনার কাঠামোকে, বিশেষ করে ইতিহাস-রচনার কাঠামোকে, মৌলিক ভাবে পুনরায় গঠন-করা [restructure]।

বিষয়টা এমন না যে ইউরোপীয় সংস্কৃতির বিপরীতে উপনিবেশবাদের সমালোচনা দাঁড় করানো হচ্ছে। বরং, [এই লেখায়] এ দুটো যে ইতোমধ্যেই পরস্পরের-ভিতরে গভীরভাবে-সন্নিবেশিত, তা প্রদর্শন করা হচ্ছে। উপনিবেশবাদের প্রভাব ছাড়া রেনেসাঁ-পরবর্তী ইউরোপীয় ভাবনা যেমন অভাবনীয়, ঠিক একইভাবে ইউরোপীয়করণের প্রভাব বিবেচনা না করে রেনেসাঁ-পরবর্তী বিশ্বের ইতিহাস ভাবা অভাবনীয়। সে কারণে ইউরোপীয় চিন্তা থেকে ঔপনিবেশিক ভাবনা দূর করা, তাকে বিশুদ্ধ করার ব্যাপার এটা না; বর্তমানের 'বর্ণবাদ-উপড়ে ফেলা'র প্রকল্পের মত কোন ব্যাপার না। বরং, বিষয় হচ্ছে ইউরোপীয় জ্ঞানব্যবস্থার পুনর্বিস্থান [repositioning] ঘটানো, যাতে সেগুলোর কার্যপ্রক্রিয়ার সুদীর্ঘ ইতিহাস ঔপনিবেশিক-অন্যর [colonial other] প্রভাব-হিসেবে, প্রদর্শন করা যায়। বরং, প্রশ্ন হচ্ছে একটি

---

* Robert Young, 'Colonialism and Humanism,' in James Donald and Ali Rattansi (eds.) *Race, Culture and Difference*, London: Sage Publications in association with the Open University, 1992, pp. 243 – 251.

উল্টে-দেয়া [reversal] ঘটানো যার ধারণা ফ্যাননের এই পর্যবেক্ষণে মেলে: "আক্ষরিক-অর্থে ইউরোপ হচ্ছে তৃতীয় বিশ্বের সৃষ্টি" (পৃ: ৮১)। আমাদের ধরে নেয়া ঠিক হবে না যে উপনিবেশবাদ-বিরোধিতা কেবলমাত্র এই যুগেই সীমাবদ্ধ: নিপীড়িত অন্যর জন্য সমবেদনা, এবং বি-উপনিবেশকরণ [decolonisation]-এর জন্য চাপ প্রয়োগ ইউরোপীয় উপনিবেশকরণের মতই পুরানো।[৩] দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী সময়কালে ঘটনার নতুনত্ব এখানেই যে, এর অধিকাংশ সময় ইউরোপীয় সাম্রাজ্যের বি-উপনিবেশকরণ ঘটে, এবং একই সময় ইউরোপীয় ভাবনা এবং এর ইতিহাসের ধরনের বি-উপনিবেশকরণের প্রচেষ্টা চলে। সেহেতু এটাই সে মৌলিক বদল এবং সাংস্কৃতিক সংকটের চিহ্ন বহন করে, যাকে বর্তমানে উত্তর-আধুনিকতাবাদ শব্দ দ্বারা বিশিষ্টতা দান করা হয়।

বলা যেতে পারে এই প্রকল্পের সূত্রপাত ঘটায় ফ্যাননের *দ্য রেচেড অফ দি আর্থ*। ১৯৬১ সালে । বইটি একইসাথে বি-উপনিবেশকরণের একটি র‍্যাডিকাল ইশতেহার, এবং উপনিবেশিত মানুষজন ও তাদের সংস্কৃতির উপর উপনিবেশবাদের প্রভাবের একটি ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনকারী বিশ্লেষণ। পুরো বইয়ে তৃতীয় বিশ্বকে বর্তমান ক্ষমতা ব্যবস্থা এবং তার প্রতিযোগী দুই মতাদর্শ -- পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র -- এর একটি র‍্যাডিকাল বিকল্প হিসেবে পেশ করা হয়েছে। সার্ত্রের প্রভাব সত্ত্বেও ফ্যানন সার্ত্রের আগের-বছর প্রকাশিত হওয়া *ক্রিটিক অফ ডায়ালেক্টিকাল রিজন*-এর কেন্দ্রীয় বক্তব্য যথা, মানুষ ইতিহাসের সমগ্রতা সৃষ্টি করে সচেতন এজেন্ট হিসেবে, একে তেমন আমল দেননি। ঔপনিবেশিক পরিপ্রেক্ষিতে স্থাপন করলে এর কী অর্থ দাঁড়ায় তা ফ্যানন খুব দ্রুত স্পষ্ট করেন:

[উপনিবেশে] বসতিস্থাপনকারী ইতিহাস সৃষ্টি করেন, সৃষ্টি-করার ব্যাপারে তিনি সচেতন। আর তিনি যেহেতু বারে-বারে তাঁর মাতৃভূমির কথা উল্লেখ করেন, তিনি স্পষ্টভাবে নির্দেশিত করেন যে তিনি সেই মাতৃভূমির সম্প্রসারণ। সুতরাং তিনি যে ইতিহাস লেখেন সেটি সে দেশের না যেটি তিনি লুট করেন, বরং সে-দেশের যেটাকে তাঁর মাতৃভূমি হাতিয়ে নেয়, যেটাকে ধর্ষণ করে, যেখানে অনাহার সৃষ্টি করে (পৃ: ৪০)।

মানুষই যদি ইতিহাস সৃষ্টি করে, ফ্যানন এখানে দেখান যে নারী ও পুরুষ যারা কিনা ইতিহাসের বস্তু [objects] তাঁরা কিভাবে নিষ্ক্রিয়তা ও নিশ্চুপতায় নির্বাসিত। তাঁর বই এই নারী-পুরুষদের উদ্দেশ্যে লেখা। ইউরোপকে নিয়ে তাঁর যে সমালোচনা সেটি ঔপনিবেশিক করায়ত্তকরণের নির্মম ইতিহাসে থেমে থাকে না। কারণ তাঁর অভিমত হচ্ছে, উপনিবেশবাদের প্রভাব নেটিভকে অমানবিক [dehumanize] করে তোলে, আর পশ্চিমা মানবতাবাদের মূল্যবোধ অমানবিক-করে-তোলার প্রক্রিয়াকে

ন্যায্যতা দান করে -- আত্মবিরোধী হলেও এটাই সত্য। ফ্যানন এই মানবতাবাদকে নিরন্তর আক্রমণ করেন, এটিকে বিদ্রূপ করেন। তাঁর উপসংহার থেকে উদাহরণ দেয়া যেতে পারে যেখানে তিনি এভাবে তাঁর পাঠকদের উদ্বুদ্ধ করেন:

[আপনারা] এই ইউরোপ ছেড়ে চলে যান যেখানে তারা মানুষের সম্বন্ধে কথা বলা থামায় না, আবার একইসাথে যেখানেই মানুষকে পায় সেখানেই তাকে হত্যা করে, তাদের নিজেদের রাস্তার মোড়ে-মোড়ে, পৃথিবীর আনাচে-কানাচে। কয়েক শতক ধরে তারা প্রায় পুরো মানবসমষ্টিকে [humanity] শ্বাসরূদ্ধ করেছে তথাকথিত আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার নামে ...।

সেই একই ইউরোপ যেখানে তারা মানুষের কথা বলা থামায়নি, এবং যেখানে তারা কখনোই [এই] ঘোষণা থামায়নি যে তারা মানুষের কল্যাণে ব্যতিব্যস্ত : আজ আমরা জানি যে তাদের মনের প্রতিটি বিজয় অর্জনের জন্য মানবসমষ্টি কী ভোগান্তিই না ভুগেছে (পৃ: ২৫১)।

আশানুরূপভাবেই ফ্যাননের সমালোচনার এই দিকটি সার্তকে বিশেষভাবে ছোঁয়। যদিও *ক্রিটিক অফ ডায়ালেক্টিকাল রিজন*-এ সার্ত মানবতাবাদী এই ধারণাটিকে প্রত্যাখ্যান করেন যে মানুষের একটি অন-ঐতিহাসিক সারবত্তা (essence) রয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও বইটির ভিত্তিপ্রস্তরে রয়েছে একটি অতি-ইউরোপীয় 'মানব'কে ইতিহাসের কেন্দ্রে স্থাপনের প্রচেষ্টা। সার্তের এই প্রকল্প নড়বড়ে-হয়ে-পড়ার কারণের-তালিকায় ফ্যাননের হস্তক্ষেপকে নিঃসন্দেহে স্থান দেয়া-যায়।

ফ্যানন মন্তব্য করেন, "বি-উপনিবেশকরণের [decolonization] লক্ষ্য যেহেতু বিশ্বের শৃংখলিত বিন্যাস পাল্টানো, তাই স্পষ্টতই এটি হচ্ছে পুর্ণাঙ্গ বিশৃংখলার একটি কর্মসূচী" (পৃ ২৭)। আর [শৃংখলিত বিন্যাস পাল্টানোর ক্ষেত্রে] সবচাইতে বেশি বিশৃংখলা ঘটে ইউরোপীয় মানবতাবাদের সাথে যুক্ত মূল্যবোধে। *দ্য রেচেড অফ দি আর্থ* এ সার্তের দুর্দান্ত প্রাক-কথন ইউরোপীয় পাঠককে সুনির্দিষ্টভাবে উদ্দেশ্য করে লেখা। উপনিবেশবাদে অংশগ্রহণের কারণে [প্রাক-কথনটি] ইউরোপীয় সংস্কৃতির সমালোচনার সূত্রপাত ঘটায়। সমালোচনাটি সেই-দৃষ্টিভঙ্গি থেকে লেখা, এটি একজন-ইউরোপীয়রই লেখা। পশ্চিমের অবনতি নিয়ে আহাজারি করে, কিংবা শুধু ইউরোপীয় আধিপত্যের নির্মম ইতিহাস স্বীকার করে সার্ত সাম্প্রতিক ইতিহাসের মোকাবেলা করেন না। যদিও তিনি কয়েক বছর ধরে মার্ক্সবাদী অর্থনীতিবাদকে শুধরে মানবতাবাদী করতে চাচ্ছিলেন, তাঁর প্রবন্ধের গুরুত্বের সূত্র হচ্ছে এই সত্যটি স্বীকার করা যে খোদ মানবতাবাদ -- ইউরোপীয় সভ্যতার সর্বোচ্চ মূল্যবোধের একটি হিসেবে বিবেচিত -- উপনিবেশবাদের হিংস্র নেতিবাচকত্বের সহযোগী ছিল।

শুধু তাই না, এটি সে মতাদর্শে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মানবিক প্রকৃতি, মানবিকতা, এবং মানুষের মনের সর্বজনীন গুণাবলী হচ্ছে একটি নীতিশাস্ত্রীয় সভ্যতার সাধারণ ভালো [the common good] -- এই ধারণাগুলো গঠিত হয় বিশ্বের ইতিহাসের সেই বিশেষ অতি-সহিংস শতকগুলোতে যা আমাদের কাছে এখন পশ্চিমা উপনিবেশবাদের যুগ হিসেবে পরিচিত। এর ফলাফল ছিল বিবিধ পরাধীন-জনগোষ্ঠীর অমানবিকরণ; সার্তের ভাষায়, "তাঁদের ঐতিহ্যের নিঃশেষকরণ, তাঁদের ভাষার পরিবর্তে আমাদের ভাষার প্রতিস্থাপন, তাঁদেরকে আমাদের সংস্কৃতি না দিয়ে শুধু তাঁদেরটা ধ্বংস-করা" (পৃ: ১)।
কিন্তু [উপনিবেশের] এই বিশৃংখলাকে এখন পাল্টে দেয়া হচ্ছে। "কারণ ইউরোপের আমরাও বি-উপনিবেশিত হচ্ছি," ঘোষণা করেন সার্ত :

অর্থাৎ, আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে যে বসতিস্থাপনকারী বাস করে তাকে নৃশংসভাবে উপড়ে ফেলা হচ্ছে। চলুন নিজেদের দিকে তাকাই আমরা, যদি সেটা সহ্য করতে পারি আমরা, চলুন দেখি আমাদের নিজেদের কী হচ্ছে। প্রথমত, সেই অপ্রত্যাশিত উদঘাটন, মানবতাবাদের দেহ-উন্মোচন-এর মুখোমুখি হতে হবে আমাদের। ওই যে ওটাকে দেখা যাচ্ছে, প্রায়-ন্যাংটো, এবং দৃশ্যটি আকর্ষণীয় না। ওটা মিথ্যা মতাদর্শ ছাড়া আর কিছু না, ওটা লুটতরাজকে পাকাপোক্তভাবে ন্যায্যতা দান করে; ওর মধুমিশ্রিত শব্দ, ওর সংবেদনশীলতার ভান -- আমাদের আক্রমণের অজুহাত দেয় (পৃ: ২১)।

মানব [শব্দটি] একটি অতি-রাজনীতিকৃত ক্যাটাগরি হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। দ্বিতীয় যুদ্ধ পরবর্তী বহু চিন্তক তা স্বীকার করেন। এই স্বীকার-করার মধ্য দিয়ে তারা 'মানবতাবাদ-বিরোধী' আন্দোলনের অংশ হিসেবে 'মানব' [শব্দটি]-র একটি বিরামহীন সমালোচনা দাঁড় করান। খুব কম রাজনৈতিক-বুদ্ধিবৃত্তিক প্রকল্প এত বিতর্ক, শত্রুতা এবং--পরিহাসের বিষয়--অসংবেদনশীলতার জন্ম দিয়েছে। আরো লক্ষণীয় যে খুব অল্প-স্বল্প মানবতাবাদ রক্ষাকারীরাই জানতে চেয়েছেন মানবতাবাদ-বিরুদ্ধতার সূত্রপাত কিভাবে ঘটে। প্রমিত সংজ্ঞানুসারে বলা হয় এর সূত্রপাত ঘটে লেভি-স্ত্রস এবং আলথুসারের মার্ক্সবাদী মানবতাবাদের সমালোচনা থেকে যেটি ছিল সার্ত, এবং অন্যদের বিরুদ্ধে। যেমন, ফরাসী কম্যুনিষ্ট পার্টির Garaudy। কিন্তু এই বর্ণনা থেকে আমরা শুধু এটুকুই জানতে পারি যে মানবতাবাদ-বিরোধীরা মার্ক্সবাদী মানবতাবাদের সমালোচনা করেন। আলথুসার মানবতাবাদসমূহের যে কৌশলগত সমরূপকরণ করেন সেটিকে যদি আমরা আপাতত মেনে নেই তাহলে উপেক্ষা করা হয় লুকাশ, সার্ত এবং অন্যদের 'নতুন মানবতাবাদ' সৃষ্টি করার মার্ক্সবাদী-মানবতাবাদের প্রচেষ্টাকে। [লুকাশ, সার্ত এবং অন্যদের] চেষ্টা ছিল মানুষের অপরিবর্তনশীল প্রকৃতি সম্পর্কে আলোকময়তার ধারণাকে প্রতিস্থাপন করা, তার

পরিবর্তে নতুন একটি 'ঐতিহাসিক মানবতাবাদ' প্রতিষ্ঠা করা যার দৃষ্টিতে 'মানুষ হচ্ছে ইতিহাসে তার নিজের এবং নিজ ক্রিয়াকর্মের উৎপাদ,'[৪] ['man as a product of himself and of his own activity in history'] । কিন্তু এই ঐতিহাসিক ক্রিয়াকর্মই গঠন করে সেজেয়ার এবং ফ্যাননের মত অ-ইউরোপীয় লেখকদের দুই ধরনের মানবতাবাদের সমালোচনার ভিত্তি। মানবতাবাদ-বিরোধিতার এই সংস্করণের সূত্রপাত ঘটে এই উপলব্ধি থেকে যে মানবতাবাদ উপনিবেশবাদের ইতিহাসে বিজড়িত, অর্থাৎ এ দুটো সহজে বিচ্ছিন্নযোগ্য না। কারণ ঔপনিবেশিক দৃষ্টিকোণ থেকে মানবতাবাদের সূত্রপাত ঘটে নিজ-সঠিকতার [self-justification], এর এক ধরনের বৈধতাকরণ হিসেবে। উপনিবেশকারীগণ এটি নিজ জনগোষ্ঠীর জন্য উৎপাদন করেন কিন্তু পরবর্তীতে, যে পর্বকে আব্দুল জান মোহাম্মদ 'অধিপতিশীল' উপনিবেশবাদের পর্ব থেকে পৃথক করে নব্য-উপনিবেশবাদের 'হেজেমনিক' পর্ব ডাকেন, [সে পর্বে] মানবতাবাদ উপনিবেশিত মানুষজনের এক ধরনের মতাদর্শিক নিয়ন্ত্রক হিসেবে ব্যবহৃত হয়।[৫] পরে অবশ্য দেখা যায় যে নব্য-উপনিবেশকরণের কাঠামোগুলো বি-উপনিবেশকরণের জন্য জায়গামত বসে গিয়েছিল। ফ্যানন সেটিকে এভাবে বর্ণনা করেন :

> উপনিবেশবাদী বুর্জোয়াগণ আত্ম-মুগ্ধ কথপোকথনে, যা তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য দ্বারা প্রচারিত, বাস্তবে উপনিবেশিত বুদ্ধিজীবীর মনে গভীরভাবে রোপণ করেন যে, মানুষের-করা ভুলভ্রান্তি সত্ত্বেও মৌলিক গুণাবলীসমূহ সর্বজনীন : [আর মৌলিক গুণাবলীর অর্থই হচ্ছে] পশ্চিমের মৌলিক গুণাবলী (পৃ: ৩৬)।

অর্থাৎ, সেই সর্বজনীন মৌলিক বৈশিষ্ট্য যেগুলো মানবকে [human] সংজ্ঞায়িত করে এই বিষয়টি গোপন করে যে খোদ মানব [-এর ধারণা] একীভূত করা হচ্ছে ইউরোপীয় মূল্যবোধের সাথে; এই সংশ্লিষ্টকরণ সম্ভবত ইতিহাসের মার্ক্সবাদী সংজ্ঞায় সবচাইতে সুস্পষ্ট যেখানে বলা হচ্ছে, ইতিহাস যদি হয় মানব ক্রিয়াকর্মের ফলাফল, তাহলে শুধু এটুকুই বলা সম্ভব যে এটি সঠিক ভাবে শুরু হয় যখন 'আদিম' সমাজ সভ্য (ইউরোপীয়) হয়ে উঠে। এই পরিপ্রেক্ষিতে মানবতাবাদের সমালোচনার অর্থ এই না যে আমরা মানুষকে অপছন্দ করি, কিংবা আমাদের কোনো নীতি-নৈতিকতা নাই – যারা 'মানবতাবাদ-বিরোধিতা'-র সমালোচনা করেন তারা সাধারণত এগুলোই বলে থাকেন – বরং [বিষয়টি] তার উল্টো। [মানবতাবাদ-বিরোধিতা] একটি ব্যাখ্যাদানকারী ক্যাটাগরি হিসেবে মানব-এর ব্যবহার প্রশ্নবিদ্ধ করে; [এই ব্যবহার] দাবি করে 'মানব'-এর যুক্তিশীল বোধগম্যতা-প্রদান। এই সর্বজনীন 'মানব' অনুমিত [অর্থাৎ, এটি বাস্তসম্মত না]; এর ভিত্তি হচ্ছে অপর-এর বর্জন, তার প্রান্তিকীকরণ; যেমন 'নারী,' কিংবা 'নেটিভ'।

এ ধরনের জিজ্ঞাসাবাদের একটি ভালো উদাহরণ পাওয়া যায় রোলাঁ বার্থের ছোট্ট প্রবন্ধ, 'দ্য গ্রেট ফ্যামিলি অফ ম্যান'এ।[৬] এতে বার্থ আলোচনা করছেন সুপরিচিত এই আলোকচিত্র প্রদর্শনীটি। প্রদর্শনীটি সংগঠিত হয়েছে মৌলিক মানবিক অভিজ্ঞতা সর্বজনীন, এই কল্প-কাহিনীকে কেন্দ্র করে। বার্থ স্পষ্ট করেন কিভাবে 'দ্য ফ্যামিলি অফ ম্যান' একটি বৈশ্বিক মানবিক সমাজের পুরাণকে দুটি পর্বে প্রক্ষেপণ [project] করে : প্রথম পর্বে এটি ভিন্নতার উপর গুরুত্ব আরোপ করে – দৈনন্দিন ক্রিয়াকর্ম যেমন কাজ, খেলাধুলা, জন্ম, মৃত্যু ইত্যাদি – উদ্ভট ঢংয়ের বহুবিধ নমুনা সংগ্রহ করে। কিন্তু [বার্থ বলেন], বৈচিত্র আনা হয়েছে যাতে তাকে অন্তর্নিহিত ঐক্যের নামে সরিয়ে ফেলা যায়; [অন্তর্নিহিত ঐক্যের ধারণা] ইঙ্গিত করে যে বড়সড় সাংস্কৃতিক এবং ঐতিহাসিক ভিন্নতা সত্ত্বেও এ ধরনের সকল অভিজ্ঞতা সমরূপী। অর্থাৎ, তলদেশে রয়েছে একটি মানবিক প্রকৃতি এবং সে কারণে একটি মানবিক সারবত্তা [essence]। বার্থ যুক্তিতর্ক হাজির করেন যে মানবতাবাদ, যেটি অনুভূতিমূলক পর্যায়ে খুবই পুনরাশ্বাসপ্রদানকারী, সহজভাবে বললে ভিন্নতা অতিক্রম-করার কাজটি সম্পাদন করে 'যেটিকে আমরা এখানে সহজ ভাষায় বলব "অন্যায়" ':

যে কোনো ধ্রুপদী মানবতাবাদ প্রস্তাব করে যে মানুষের ইতিহাস একটু-ঘাঁটলেই দেখা যায় যে মানুষের প্রতিষ্ঠান হচ্ছে সাপেক্ষিক, দেখা যায় যে বর্ণের বৈচিত্র্য শুধু উপরিভাগের ব্যাপার (কিন্তু কৃষ্ণাঙ্গ এমেমেট টিল যাকে শ্বেতাঙ্গরা হত্যা করেছিল, তাঁর বাবা-মাকে জিজ্ঞেস করুন না তাঁরা 'দ্য গ্রেট ফ্যামিলি অফ ম্যান' সম্বন্ধে কী ভাবেন?), দেখা যায় যে খুব দ্রুত সর্বজনীন মানবিক প্রকৃতির তলদেশে পৌছানো যায় (পৃ: ১০১)।

কেউই অস্বীকার করছেন না যে সর্বজনীন বাস্তবতা রয়েছে যেমন কিনা জন্ম কিংবা মৃত্যু। কিন্তু যদি এগুলোর সাংস্কৃতিক এবং ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত সরিয়ে রাখা হয় তাহলে সেটি সম্বন্ধে যা কিছু বলা হয় তা হয়ে পড়ে চক্রাকার-যুক্তিসম্পন্ন [tautological]। চান্দ্রা তালপাদে মোহান্তি যেমন বলেন, 'বিভিন্ন সমাজে নারী মায়ের ভূমিকা পালন করেন, কিন্তু তা সে-সমাজে মাতৃত্বের সাথে সংযুক্ত ***গুরুত্বের*** সমতুল্য না।'[৭] ঠিক একইভাবে বার্থ যুক্তি প্রদান করেন যে জন্ম ও মৃত্যুর মতনই স্বাভাবিক হচ্ছে কাজ, এটা বললে সেটির ঐতিহাসিকতাকে খারিজ করা হয়, তার বিবিধ দশা, পদ্ধতি, এবং লক্ষ্য – এই নির্দিষ্টতাগুলোকে [খারিজ করা হয়] যা বড়সড়ভাবেই গুরুত্বপূর্ণ,

ঔপনিবেশিক এবং পশ্চিমা শ্রমিককে গুলিয়ে ফেলা কখনোই উচিৎ হবে না (চলুন আমরা প্যারিসের Goutte d'Or অঞ্চলের উত্তর আফ্রিকার শ্রমিকদের জিজ্ঞেস করি তাদের *দ্য গ্রেট ফ্যামিলি অফ ম্যান* ক্যামন লাগে) (পৃ: ১০২)।

বার্থের উদাহরণগুলো স্পষ্ট করে তিনি কীভাবে বিদ্রূপাত্মক দৃষ্টিসমেত বারে-বারে মানবতাবাদের সর্বজনীন মূল্যবোধের দাবিগুলোকে পশ্চিমা উপনিবেশবাদ এবং বর্ণবাদের পাশাপাশি স্থাপন করেন। সম্ভবত এটি আরো শক্তিমত্তা অর্জন করে *মিথলজিস*-এর সবচাইতে বহুল-পরিচিত বিশ্লেষণে, *প্যারিস-ম্যাচ*-এর সেই প্রচ্ছদ যেটিতে ফরাসী উর্দি পরিহিত এক তরুণ কৃষ্ণাঙ্গ সৈনিক ফ্রান্সের ত্রিরঙ্গের পতাকাকে অভিবাদন জানাচ্ছেন। বার্থ তুলে ধরেন এই আলোকচিত্রটির অর্থ। এটি ঔপনিবেশিক মতাদর্শ, ফরাসী সাম্রাজ্যের পরিবার --কে পুনর্শক্তি যোগায় : '[এই সাম্রাজ্যের] সকল পুত্রসন্তানেরা, বর্ণ বৈষম্যবিহীনভাবে তার পতাকাতলে আনুগত্য প্রদর্শন করছে, এবং উপনিবেশবাদের কুৎসারটনাকারীদের অভিযোগের সবচাইতে-ভালো প্রত্যুত্তর হচ্ছে তার তথাকথিত নিপীড়নকারীদের সেবা-প্রদানে এই নিগ্রোর উদ্দীপনা' (পৃ: ১১৬)।[৮]

বার্থের বিশ্লেষণ ইঙ্গিত করে যে মানবতাবাদের ফরাসী সমালোচনা প্রথম থেকেই উপনিবেশবাদের একটি রাজনৈতিক সমালোচনার অংশ ছিল। সুতরাং, ঔপনিবেশিক ডিসকোর্সের বিশ্লেষণ স্পষ্ট করে তোলে কেন 'মানবতাবাদ-বিরোধিতা' শুধু একটি দার্শনিক প্রকল্প না। মানবতাবাদ-বিরোধীদের অভিযোগ হচ্ছে যে 'মানবিক' নামক বর্গটি, প্রত্যয়নে যতই উঁচু হোক না কেন, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে আহ্বান করা হয় পুরুষকে নারীর আগে স্থাপন করার জন্য। কিংবা অন্য-সকল 'নরবর্ণ'কে উপ-মানব [sub-human] হিসেবে বর্গীকৃত করার জন্য। আর সেকারণে তারা [নারীরা, অন্য-সকল 'নরবর্ণ'রা] বৃহত্তর 'মানব সমষ্টি'র জন্য যে নীতি-নৈতিকতা প্রযোজ্য, তার বাইরে। সার্তের ভাষায়, 'মানবতাবাদের প্রতিমূর্তি হচ্ছে বর্ণবাদ: এটি হচ্ছে বর্জনের [exclusion] একটি অনুশীলন।'[৯] ফ্যাননের মতে এই বিষম-সংগতির (contradiction) সমাধান করা হয় এভাবে:

কৃষ্ণাঙ্গ এবং আরবদের প্রতি পশ্চিমা বুর্জোয়া বর্ণবাদী প্রেজুডিস হচ্ছে বিদ্বেষমূলক বর্ণবাদ; এটি এমন একটি বর্ণবাদ যেটি তার ঘৃণার বস্তুকে খাটো করে। তা সত্ত্বেও বুর্জোয়া মতাদর্শ -- মানুষে-মানুষে মৌলিক সমতার একটি ঘোষণা -- নিজ দৃষ্টিতে যুক্তিশীল বলে ধরা পড়ে কারণ এটি উপ-মানবকে মানুষ হয়ে ওঠার আহ্বান জানায়, পশ্চিমা মানবিকতায় পশ্চিমা বুর্জোয়া যেভাবে রূপ লাভ করেছে তাকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করার আহ্বান জানায় (পৃ: ১৩১)।

এ ধরনের দ্বৈত যুক্তির ধ্রুপদী উদাহরণ মেলে জন স্টুয়ার্ট মিল-এ যখন তিনি স্বাধীনতার পক্ষে যুক্তিতর্ক স্থাপন করেন সভ্য এবং বর্বর সংস্কৃতি-নামক বিশ্বের

প্রাক-বিভাজনে। কিংবা নন্দনতত্ত্বের পরিসরে মেলে যখন আমরা দেখি যে কান্টের সর্বজনীনতার দাবির নৃবিজ্ঞানীকরণ করা হয় রুচির প্রশ্নে এই ধারণার ভিত্তিতে যে, ইউরোপীয় লেখকবৃন্দ যে উপলব্ধি এবং অভিজ্ঞতা প্রতিনিধিত্ব করেন তা সর্বজনীন মানবিক সত্য। কিন্তু এটা আদৌ সম্ভব কিনা সে সম্বন্ধে কোনো ধরনের জ্ঞান অনুপস্থিত।[১০] শেক্সপিয়ারের ইংরেজদের 'মানবিক' মূল্যবোধ কতটাই বা সর্বজনীন ছিল -- ধরুন বেনিন শহরের মানুষজনের জন্য -- যখন তারা রানী ভিক্টোরিয়ার ১৮৯৭ সালের জুবিলি উদযাপন-উপলক্ষে তাদের শহরের লুণ্ঠন প্রত্যক্ষ করেন? ফ্যানন একটি উত্তর এগিয়ে দেন:

শ্বেতাঙ্গ মূল্যবোধ সর্বোৎকৃষ্ট হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে হিংস্রতার সাথে। এই মূল্যবোধের কাছে নেটিভ জীবনধারা এবং ভাবনা আক্রমণাত্মক ঢঙে পরাজিত হয়েছে। অর্থাৎ, পশ্চিমা মূল্যবোধের কথা যখন নেটিভটি শোনে তখন সে প্রতিশোধ হিসেবে বিদ্রুপাত্মকভাবে হাসে (পৃ: ৩৩)।

যখনই কোনো সাহিত্য-সমালোচক ইংরেজী সাহিত্যের একটি নমুনা দেখিয়ে দাবি করেন যে সেটি সর্বজনীন নীতিশাস্ত্রীয়, নৈতিক, কিংবা অনুভূতিগত উদাহরণ, তিনি ঔপনিবেশিক উত্তরাধিকারের হিংস্রতায় শামিল হ'ন। এই উত্তরাধিকারে ইউরোপীয় মূল্যবোধ কিংবা সত্য সংজ্ঞায়িত হয় সর্বজনীন হিসেবে।

মানবতাবাদের কাঠামোবাদী সমালোচনা যে পটভূমিতে উৎপাদিত হয় তাতে সাধারণভাবে এটি স্বীকৃত ছিল না যে পশ্চিমা সংস্কৃতির হিংস্রতা কাকতালীয় না, বরং সহজাত। কাঠামোবাদের তথাকথিত 'সাজেক্টের বিকেন্দ্রিকরণ' [the decentering of the subject] অনেকাংশেই ছিল একটি নৈতিক কর্মকাণ্ড। এটি এই সন্দেহ থেকে উৎসারিত যে 'মানব' এবং 'মানব প্রকৃতি'র সত্তাতত্ত্বীয় বর্গ [ontological category] পশ্চিমা ইতিহাসের হিংস্রতার সাথে অবিচ্ছিন্নভাবে সংযুক্ত। [এটি এই সন্দেহ থেকে উৎসারিত যে] মানব [নামক বর্গ, ধারণা] যে একটি সংঘাতময় প্রত্যয় তা যদি উন্মোচিত হয়, তাহলে একে প্রশান্ত নৈতিক একটি লক্ষ্য হিসেবে পরিবেশন করা আর-সম্ভব না। প্রায়-সকলেই জানেন যে 'সাজেক্টের সমস্যা'র প্রতি মনোযোগী হওয়ার কারণ হচ্ছে মানব সাজেক্ট কোন্-কোন্ ভাবে ঐকিক সারবত্তাসমূহ [unitary essences] দ্বারা গঠিত-না, বরং সংঘাতময় মনোজাগতিক এবং রাজনৈতিক অর্থনীতির একটি উৎপাদ, তা প্রকাশ করা। এই সমস্যা মোকাবেলার একটি পথ ছিল বিবিধ ব্যাকরণগত অবস্থানের মডেলের সাহায্যে -- যাকে ভাষায় বলতে হয় -- আত্মতার [self] পুনর্সংজ্ঞায়ন। এটি মানবতাবাদের পূর্ব-হতে-অনুমিত 'আমি' কেন্দ্রিকতা

[আমি-র] ঐক্য অনুমোদন করে না। আত্মতার মধ্যে অপরত্বের [alterity] এই খোদাইকরণ অনুমোদন করে নীতিশাস্ত্রের সাথে একটি নতুন সম্পর্ক : আত্মতার এই বাস্তবতার মুখোমুখি হতে হয় যে এটি একটি দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ব্যক্তিও। উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায় ভাষার মধ্যে অবস্থানের ভিত্তিতে আত্মতার ফুকোবাদী পুনর্সংজ্ঞায়ন। এ ধরনের কাজ আমাদের দেখতে সাহায্য করে কোন্ ধরনের ভাষাভিত্তিক কার্যকলাপে নিবেদিত থাকলে আত্মতা স্থানচ্যুত হয়, বি-কেন্দ্রিভূত [decentered] হয়। বিবিধ ব্যবস্থা, প্রতিষ্ঠান, বর্গীকরণের ধরন, এবং ক্ষমতার স্তরবিন্যস্ততা অনুসারে সাব্জেক্ট বিভিন্নভাবে অবস্থিত হয়। গায়েত্রী স্পিভাক যেমন বলেন, 'কাঠামোবাদিরা মানবতাবাদকে জেরা করে তার নায়ককে অনাবৃত করে। কর্তা হিসেবে [এই নায়ক হচ্ছে] সার্বভৌম সাব্জেক্ট, কর্তত্ব, বৈধতা এবং ক্ষমতার সাব্জেক্ট।' এই ক্রিটিক প্রসারিত হয়, এটি সংশ্লিষ্টতা পায় মানবতাবাদী সাব্জেক্টের উৎপাদন আর উপনিবেশবাদের সাধারণ প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে ইউরোপ নিজকে বিশ্বের সার্বভৌম সাব্জেক্ট হিসেবে রাজনৈতিকভাবে সুদৃঢ় করে তোলে [এই দুইয়ের মধ্যে]।[১১] পশ্চিম যেহেতু ধীরে-ধীরে সার্বভৌমত্ব হারাচ্ছে সে কারণে প্রথম বিশ্বের মুখোমুখি হতে হচ্ছে [এই সত্যের] যে এটি দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বিশ্বের পরিপ্রেক্ষিতে বরাবর প্রথম বিশ্ব থাকবে না। যেমন সার্ত বলেন, 'ইউরোপের সব জায়গাতে ফুটো ধরা পড়ছে। কী ঘটেছে? সোজাভাবে বললে, আগে আমরা ইতিহাস- সৃষ্টি-করতাম, আর এখন আমাদের-ইতিহাস সৃষ্টি করা-হচ্ছে' (পৃ: ২৩)।

কৌশলগতভাবে এই অন্ধত্ব এবং পশ্চিমা সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য-হিংস্রতার মুখোমুখি না হতে চাওয়ার একটি লক্ষণীয় উদাহরণ হচ্ছে ফ্যাসিবাদ এবং হলোকস্টের পরিবেশন। [এটি পরিবেশিত হয়] একটি বিপথগামিতা হিসেবে যা আর-কিছুর-সাথে তুলনীয়-না, পশ্চিমা যুক্তিবাদের অন্ধকারময় বিকৃতি হিসেবে, কিংবা জার্মান সংস্কৃতির একটি বিশেষ প্রভাব হিসেবে। এখানেই আমরা দেখতে পাই ফরাসী এবং ফ্র্যাঙ্কফুর্ট স্কুলের ভিন্নতা, [দ্বিতীয়টি] উপনিবেশবাদের পুরো সমস্যার ব্যাপারে আশ্চর্যজনকভাবে বিস্মৃত থেকেছে। আর একারণেই প্রয়োজন পড়ল একজন সেজেয়ার অথবা ফ্যাননের, যাতে আমাদের দেখিয়ে দিতে পারেন যে ফ্যাসিবাদ বাড়ি-ফেরা উপনিবেশবাদ ছাড়া আর-কিছু না।[১২] এই যুক্তির নিহিতার্থ সার্ত স্পষ্ট করেন:

> স্বাধীনতা, সমতা, ভ্রাতৃত্ব, ভালবাসা, সম্মান, দেশাত্মবোধ এবং আরো কত কি। কিন্তু কই, এর কোনটাই তো আমাদের নোংরা নিগার, নোংরা ইহুদী এবং নোংরা আরব সম্বন্ধে বর্ণবাদী ভাষণ থেকে রক্ষা করেনি। উঁচু-মনা মানুষজন, উদারনীতিক কিংবা কেবল কোমল-

মনা আপত্তি জানান, তাঁরা এ ধরনের অসঙ্গতিতে আশ্চর্য বোধ করেন; কিন্তু তারা হয় ভ্রান্ত কিংবা অসৎ কারণ বর্ণবাদী মানবতাবাদ বাদে আর কিইবা আমাদের জন্য সঙ্গত হতে পারে যেহেতু ইউরোপীয়রা মানুষ হয়েছে দাস এবং দৈত্য-দানব তৈরী করে (পৃঃ২২)।

তা সত্ত্বেও কট্টর মানবতাবাদ-বিরোধীদের তুলনায় সার্ত অনেক বেশী আশাবাদী। কট্টররা মানতে রাজী ছিলেন না যে মানবতাবাদ একটি সংঘাতপূর্ণ প্রত্যয়, এটি নিজ-থেকে বিভাজিত। সার্ত মতে, সোজা-সাপ্টা মানবতাবাদ-বিরোধিতা বরাবরই সমস্যাজনক। তার কারণ এটি কখনো শনাক্ত করতে পারেনি যে মানবতাবাদের কন্ট্রাডিক্টরি কাঠামোর কারণে এর সহজ-সরল বিরুদ্ধতা কোনো রাস্তা বাতলে দেয় না। মানবতাবাদ গোড়াতেই মানবতা-বিরুদ্ধ। এটাই হচ্ছে সমস্যা। সমস্যাজনক সীমানা নির্ধারণ করতে যেয়ে এটি অনিবার্যভাবে অ-মানুষ সৃষ্টি করে। কিন্তু একইসাথে এটা আবার ইতিবাচক ফলাফলও তৈরী করতে পারে। খোদ আলথুসারও স্বীকার করেন যে মানবতাবাদ তৃতীয় বিশ্বের সংগ্রামে সত্যিকার বৈপ্লবিক সাড়া জাগাতে পেরেছিল।[১৩] তাহলে যে প্রশ্নটি জাগে তা হলো, এমন মানবতাবাদ যা সমালোচনামনস্কভাবে, কিংবা |সমালোচনা|-বিহীনভাবে, আলোকময়তার প্রধান ধারায় ফিরে যায় সেটিকে কি আমরা ফ্যাননের নতুন 'নব্য মানবতাবাদ' থেকে পৃথক করতে পারব, পৃথক করা আদৌ সম্ভব হবে কী? এটা চেষ্টা করবে এমন একটি অ-সংঘাতময় প্রত্যয় পুনরায়-গড়ে-তোলার যা সাব-হিউমান অন্যর বিরুদ্ধে সংজ্ঞায়িত হবে না। কারণ |বিস্ময়কর হলেও এটা সত্য যে| খোদ ইউরোপই ফ্যাননের এই প্রয়োজন কিছুটা মেটায়। মানবতাবাদের বিষম-সংগতি উপনিবেশবাদ-বিরোধী ভাবনা-চিন্তাকে এখনো হত-বিহ্বল করে।

যে বিষয়টা স্পষ্ট তা হচ্ছে, পশ্চিমা জাতিকেন্দ্রিকতার সীমাবদ্ধতার প্রতি ফ্যাননের মত চ্যালেঞ্জ পশ্চিমা জ্ঞানের নিয়মের কেন্দ্রচ্যুতি এবং স্থানচ্যুতি ঘটায় : ফ্যাননের মত চ্যালেঞ্জ পশ্চিমা জ্ঞানের পূর্বানুমানকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, পশ্চিমা ইতিহাসবাদী ইতিহাসের পূর্বানুমান হচ্ছে ইতিহাস সমগ্রতা হিসেবে বিন্যস্ত, এর একটিমাত্র অর্থ আছে -- ফ্যাননের তত্ত্বায়ন এই পূর্বানুমানকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। কিংবা পশ্চিমা জাতীয়তাবাদী ডিসকোর্স, যেটি হোমী ভাভার মতে, 'অন্যের ইতিহাসকে সভ্য প্রগতির একটি অনড় স্তরবিন্যস্ততায় খোদাই-করে নিজের সম্প্রসারণ-আর-শোষণের ইতিহাসকে স্বাভাবিক করে তোলে'।[১৪] উপনিবেশবাদের বিশ্লেষণ অ-ইউরোপীয় ইতিহাস এবং সংস্কৃতির ইতিহাস-পুনরায় লেখে। পুনর্লিখন বাদে এটি ইউরোপীয় ইতিহাস এবং সংস্কৃতি থেকে আমাদের দৃষ্টিকোণ সরিয়ে দেয়, তা নিক্ষেপ করে পশ্চিমা জ্ঞানের মৌলিক কাঠামোর প্রতি, সেগুলোর

পুর্বানুমানের জিজ্ঞাসাবাদের প্রতি। উপনিবেশবাদের উত্তরাধিকার পশ্চিমের জন্য যতখানি সমস্যাজনক, ঠিক ততখানি বাদ-বাকি বিশ্বের ক্ষতবিক্ষত দেশগুলোর জন্যও সমস্যাজনক ।

(অনুবাদকঃ রেহনুমা আহমেদ)

(অনুবাদকের টীকাঃ উপরের তরজমায় চারকোণ-বিশিষ্ট ব্র্যাকেট হচ্ছে অনুবাদকের সংযোজন।)

টীকা

১ Frantz Fanon, *The Wretched of the Earth* (অনুবাদ Constance Farrington), Harmondsworth, Penguin (1967), pp. 251-4. অন্যান্য উদ্ধৃতিসমূহ মূল প্রবন্ধে পাওয়া যাবে।

২ Aime Cesaire, *Discourse on Colonialism* (অনুবাদ Joan Pinkham), New York, Monthly Review Press (1972), p. 54.

৩ যেটি Marcel Merleর অত্যন্ত ভালো সংকলন *L'Anticolonialisme europien, de Las Casas a Marx*, Paris, Colin (1969) হতে স্পষ্ট; আরো দেখুন Peter Hulme, *Colonial Encounters: Europe and the Native Caribbean, 1492-1797*, London, Methuen (1986), এবং Tzvetan Todorov, *Nous et les autres: La Reflexion, francaise sur la diversite humaine*, Paris, Seuil (1989).

৪ Georg Lukacs, *The Historical Novel* (অনুবাদ Hannah and Stanley Mitchell), London, Merlin Press (1962), pp. 28-9. মানবতাবাদ সম্পর্কে সাম্প্রতিক আলোচনার জন্য দেখুন Sartreর *Being and Nothingness* Conclusion (অনুবাদ Hazel E. Barnes), New York, Philosophical Library (1958); *Existentialism and Humanism* (অনুবাদ Philip Mairet), London, Methuen (1948); Maurice Merleau-Ponty, *Humanism and Terror* (অনুবাদ J. O'Neill), Evanston, Northwestern University Press (1964); Heidegger, 'Letter on Humanism,' D. F. Krell, *Basic Writings*, London, Routledge and Kegan Paul (1978), pp. 193-242; এবং Louis Althusserর, 'Marxism and Humanism,' *For Marx* (অনুবাদ Ben Brewster), London, New Left Books (1969), pp. 219-47; এবং 'Reply to John Lewis,' *Essays in Self-Criticism* (অনুবাদ Grahame Lock), London, New Left Books (1976), pp. 33-99. মানবতাবাদে বিজড়িত সমস্যাসমূহের জটিলতা প্রসঙ্গে সাম্প্রতিক যুক্তিতর্কের একটি বিস্তৃত বর্ণনা পাবেন Kate Soper র *Humanism and Anti-Humanism*, London, Hutchinson (1986).

৫ Abdul R. JanMohammed, 'The Economy of Manichean Allegory: The Function of Racial Difference in Colonialist Literature,' *Critical Inquiry* 12 (1) (1985), pp. 61-2.

[৬] Roland Barthes, The Great Family of Man' in *Mythologies* (অনুবাদ Annette Lavers), London, Jonathan Cape (1972), pp. 100-2. অন্যান্য উদ্ধৃতিসমূহ মূল প্রবন্ধে পাওয়া যাবে।

[৭] Chandra Talpade Mohanty, 'Under Western Eyes: Feminist Scholarship and Colonialist Discourses,' *Boundary 2* (12:3/13:1) (1984), p. 340.

[৮] তুলনা করুন Paul Gilroyর ১৯৮৩র রক্ষণশীল দলের নির্বাচনী পোস্টারের বিশ্লেষণ, 'Labour Says He's Black, Tories say He's British' *There Ain't No Black in the Union Jack: The Cultural Politics of Race and Nation*, London, Hutchinson (1987), pp. 57-9.

[৯] Jean-Paul Sartre, *Critique of Dialectical Reason: I. Theory of Practical Ensembles* (অনুবাদ Alan Sheridan-Smith), London, New Left Books (1976), p. 752.

[১০] Mill, 'On Liberty' J. M. Robson সম্পাদিত, *Collected Works of John Stuart Mill*, London, Routledge, Kegan and Paul (1963-), vol. 18, p. 224, 'Considerations on Representative Government'; 19, pp. 562-77. 'Of the government of dependencies by a free state'; এবং 'Thoughts on Parliamentary Reform,' vol 19, p. 324. ভারতের প্রতি মিলের দৃষ্টিভঙ্গির বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দেখুন Eric Stokesর *The English Utilitarians and India*, Oxford, Clarendon Press (1959); Kant, *The Critique Of Judgement* (trans. James Creed Meredith), Oxford, Clarendon Press (1952).

[১১] Spivak, *In Other Worlds*, p. 202. বর্তমান আলোচনা হতে স্পষ্ট হওয়া উচিৎ যে আমি সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে স্পিভাকের যুক্তিতর্ক যথা, এটি 'পশ্চিমা মানবতাবাদ-বিরোধীতায় একটি লক্ষণীয় ফাঁকা জায়গা' সেটির সাথে একমত নই।

[১২] Aime Cesaire, *Discourse on Colonialism*, pp. 14-15; Fanon, *The Wretched of the Earth*, pp. 71, 80; আরো দেখুন Paul Virilio, *Speed and Politics* (অনুবাদ Mark Polizotti), New York, Semiotext(e) (1986), 106ff.

[১৩] Louis Althusser and Etienne Balibar, *Reading Capital* (অনুবাদ Ben Brewster), London, New Left Books (1970), p. 141.

[১৪] Homi Bhabha 'Sly Civility,' *October* 34 (1985), p. 74. পশ্চিমা সময় সম্পর্কে, তুলনা করুন বিশেষ সংখ্যার প্রবন্ধসমূহ *Diogenes* 42 (1963) 'Man and the Concept of History in the Orient.'